একদা আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেনঃ “তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক দিবে। তার মুখমণ্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবে”।

মুয়াবিয়াহ আল-কুশাইরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেনঃ “তুমি যখন
আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক দিবে। তার মুখমণ্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবে”। [হাসান] [এটি আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন।]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, স্বামীর উপর তার স্ত্রীর কী হক রয়েছে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করলেন, তন্মধ্যে: প্রথমত: স্ত্রীকে রেখে কোনো খাবার তুমি একা খাবে না, বরং তুমি যখন খাবে তাকেও খেতে ও আস্বাদন করতে দিবে। দ্বিতীয়ত: নিজেকে পোশাক এবং কাপড়ের সাথে সীমাবদ্ধ করবেন না, বরং যখন আপনি পোশাক পরিধান করেন, উপার্জন করেন এবং সক্ষম হন তাকেও একই জিনিস পরিধান করাবেন। তৃতীয়ত: প্রয়োজন ছাড়া প্রহার করবে না, যদি শিষ্টচার অথবা কোনও ফরজ ত্যাগের জন্য তাকে প্রহার করা প্রয়োজন হয়, তবে তা স্পষ্ট প্রহার হবে না এবং চেহারায় প্রহার করা যাবে না; কারণ চেহারা হল সবচেয়ে মহান ও প্রকাশ্য অঙ্গ এবং সবচেয়ে পবিত্র ও সুক্ষ্ম অঙ্গ নিয়ে গঠিত। চতুর্থত: বকা দিবে না অথবা বলবে না: আল্লাহ তোমার চেহারাকে নিকৃষ্ট করুন; তাকে অথবা তার শরীরের কোনো অঙ্গকে সুন্দরের বিপরীত নিকৃষ্ট বলবে না; কারণ আল্লাহ তা‘আলা মানুষের চেহারা ও শরীর সৃষ্টি করেছেন এবং তার সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসকে সুন্দর করেছেন, বস্তুত সৃষ্টিকে নিন্দা করা স্রষ্টাকে নিন্দা করার শামিল- আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। পঞ্চমত: তাকে তার বিছানা ছাড়া ত্যাগ করবেন না, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না এবং তাকে অন্য বাড়িতে নিয়ে যাবেন না। সম্ভবত এটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ত্যাগের স্বাভাবিক ঘটনা।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/58093